<u>মরিচ চাষের বিস্তারিত বিবরণী</u>

জাত পরিচিতি

জাতের নাম : বারি মরিচ-১

জনপ্রিয় নাম : বাংলা লংকা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৩৭

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ খাটো, ঝোপালো, মরিচের ত্বক পুরু। পাকা অবস্থায় চকচকে লাল

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১২ থেকে ১৪

রোপণের সময় চারার বয়স : ২৫ দিন - ৩০ দিন

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪০ - ৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১২ গ্রাম - ১৫ গ্রাম

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

রবি মৌসুমের জন্য সেপ্ট- অক্টো এবং খরিফ মৌসুমের জন্য মধ্য ফেব্রুয়ারী হতে মধ্য মার্চ

ফসল তোলার সময় :

পরিপক্কের পর কাচা অবস্থায় কয়েকবার এবং পাকা অবস্থায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর,২০১৭।

জাতের নাম : বারি মরিচ-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ২২০

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

মরিচের ত্বক পুরু। পাকা অবস্থায় চকচকে লাল ,গাছ খাটো, ঝোপালো।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১২ থেকে ১৪

রোপণের সময় চারার বয়স : ২০দিন - ২৫দিন

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪০ - ৪৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১২গ্রাম - ১৫গ্রাম

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

খরিফ-১ (মার্চ - এপ্রিল)

ফসল তোলার সময় :

পরিপক্কের পর কাচা অবস্থায় কয়েকবার এবং পাকা অবস্থায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর,২০১৭।

জাতের নাম : বারি মরিচ-৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৯০

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ লম্বা ,ঝোপালো ও প্রচুর শাখা - প্রশাখা বিশিষ্ট হয় ।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১২ থেকে ১৪

রোপণের সময় চারার বয়স : ২৫ দিন - ৩০ দিন

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮ - ১০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১২ গ্রাম - ১৫ গ্রাম

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

সেপ্টেম্বর

ফসল তোলার সময় :

পরিপক্কের পর কাচা অবস্থায় কয়েকবার এবং পাকা অবস্থায়

পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতা : মরিচের জাব পোকা

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মরিচের এনথ্রাকনোজ

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর,২০১৭।

জাতের নাম : সনিক

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : লাল তীর সীড লিমিটেড

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৭২

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

মধ্যম আকৃতির ঝোপালো গাছ,ফল সবুজ রঙের ও সোজা (৩.৫-৪ ইঞ্চি)

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১০-১২

রোপণের সময় চারার বয়স : ২৫ দিন - ৩০ দিন

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮০ - ১০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১.৫ - ২গ্রাম

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

আগস্ট- অক্টোবর

ফসল তোলার সময় :

৭৫-৮০ দিন

তথ্যের উৎস :

লাল তীর সীড লিমিটেড এর ক্যাটালগ।

জাতের নাম : প্রিমিয়াম

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : লাল তীর সীড লিমিটেড

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৬৭

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ফল সবুজ রঙের ও সোজা (৪-৪.৫ ইঞ্চি)।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১০-১২

রোপণের সময় চারার বয়স : ২৫ দিন - ৩০ দিন

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১২০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১.৫ - ২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ, পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

সেপ্টেম্বর- ডিসেম্বর

ফসল তোলার সময় :

৬৫-৭০ দিন

তথ্যের উৎস :

লাল তীর সীড লিমিটেড এর ক্যাটালগ।

জাতের নাম : ধুম

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : লাল তীর সীড লিমিটেড

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৬৭

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ খাড়া, ঘন পত্রবেষ্টিত ও দেরিতে পরিপক্কতা আসে ।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১০-১২

রোপণের সময় চারার বয়স : ২৫ দিন - ৩০ দিন

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮০ - ১০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১.৫ - ২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ, পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

ফেব্রুয়ারি- মার্চ

ফসল তোলার সময় :

৬৫-৭০ দিন

তথ্যের উৎস :

লাল তীর সীড লিমিটেড ক্যাটালগ ।

জাতের নাম : মেজর

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : লাল তীর সীড লিমিটেড

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৭৫

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

সবুজ রঙের ও মাঝারি ঝালযুক্ত

রোপণের সময় চারার বয়স : ২৫ দিন - ৩০ দিন

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬০ - ৭০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১.৫ - ২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

সেপ্টেম্বর- অক্টোবর

ফসল তোলার সময় :

৬৫-৭০ দিন

তথ্যের উৎস :

লাল তীর সীড লিমিটেড এর ক্যাটালগ।

জাতের নাম : ডেমন

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : লাল তীর সীড লিমিটেড

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৬২

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ লম্বা এবং উর্ধ্বমুখী মরিচ ধরে ।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : মাঝারী

রোপণের সময় চারার বয়স : ২০ দিন - ২৫দিন

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১২০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২ - ৩ গ্রাম

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

সেপ্টেম্বর- অক্টোবর

ফসল তোলার সময় :

৬৫-৭০ দিন

তথ্যের উৎস :

লাল তীর সীড লিমিটেড এর ক্যাটালগ ।

জাতের নাম : চন্দ্রমুখী

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : লাল তীর সীড লিমিটেড

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৬৭

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

মরিচের রঙ সবুজ ,ফল ৪-৫ সেমি লম্বা, উর্ধ্বমুখী ।

রোপণের সময় চারার বয়স : ২০ দিন - ২৫ দিন

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫০ - ৬০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১.৫ - ২ গ্রাম

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

আগস্ট- অক্টোবর

ফসল তোলার সময় :

৬৫-৭০ দিন

তথ্যের উৎস :

লাল তীর সীড লিমিটেড এর ক্যাটালগ ।

জাতের নাম : হটমাস্টার

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : মল্লিকা সীড কোম্পানী

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৭২

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

রং সবুজ, ডালপালা বিশিষ্ট একটানা দীর্ঘদিন ফলন দেয় । খুব ঝাল ।

উচ্চতা (ইঞ্চি) :

রোপণের সময় চারার বয়স : ২০ দিন - ২৫ দিন

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮০ - ১০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১ - ২ গ্রাম

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

সারা বছর

ফসল তোলার সময় :

৫০ দিন পর

তথ্যের উৎস :

মল্লিকা সীড কোম্পানী এর ক্যাটালগ।

জাতের নাম : এম এস ফায়ার

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : মল্লিকা সীড কোম্পানী

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৭২

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

মরিচের রং সবুজ, খুব ঝাল , লম্বা (৩-৩.৫ ইঞ্চি)।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : মাঝারী

রোপণের সময় চারার বয়স : ২০ দিন - ৩০দিন

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬০ - ৭০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১.৫ - ২গ্রাম

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

সারাবছর।

ফসল তোলার সময় :

৫০ দিন

তথ্যের উৎস :

মল্লিকা সীড কোম্পানীর ক্যাটালগ।

জাতের নাম : যমুনা

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : মল্লিকা সীড কোম্পানী

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৭২

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

মরিচের রং সবুজ, খুব ঝাল।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : মাঝারী

রোপণের সময় চারার বয়স : ২০ দিন - ২৫দিন

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬০ - ৭০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১ - ২ গ্রাম

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

সারাবছর

ফসল তোলার সময় :

৫০ দিন

তথ্যের উৎস :

মল্লিকা সীড কোম্পানীর ক্যাটালগ ।

ফসলের পুষ্টি মান

কাঁচা মরিচে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে । মরিচে ১২৫ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি রয়েছে । তাছাড়া মরিচে নানা রকম পুষ্টিগুন যেমনঃ ১ গ্রাম খনিজ পদার্থ, ৭ গ্রাম আঁশ, ১০৩ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ২ গ্রাম আমিষ, ১১ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ২ মিলিগ্রাম লৌহ, ২৩৪০ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন, ভিটামিন বি-২ ও ২৪ গ্রাম শর্করা ইত্যাদি রয়েছে ।

তথ্যের উৎস :

কৃষি ডায়েরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ২০১৭।

বীজ ও বীজতলা

বর্ণনা : একটি আদর্শ বীজতলার পরিমান ১ মি প্রস্থ এবং ৩ মি দৈর্ঘ্য

বীজ ও বীজতলার প্রকারভেদ :

বীজের প্রকারভেদ

১। মৌল বীজ ২। ভিত্তি বীজ ৩। প্রত্যায়িত বীজ ৪। মানঘোষিত বীজ ৫। হাইব্রিড বীজ

বীজতলার প্রকারভেদ

১। শুকনো বীজতলা ২। ভেজা/কাদাময় বীজতলা ৩। ভাসমান বীজতলা ৪। ডেপগ বীজতলা

ভাল বীজ নির্বাচন :

১। উন্নত জাতের রোগ বালাই মুক্ত মান সম্পন্ন বীজ ব্যবহার করতে হবে। ২। বীজ বিশুদ্ধ হতে হবে এবং গজানোর ক্ষমতা ৮০% এর বেশি থাকতে হবে। ৩ । সরকার অনুমোদিত ডিলারদের থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের সময় ক্রয় রশিদ গ্রহণ করতে হবে। ৪। বাজারের খোলা বীজ কেনা যাবে না ।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ :

বীজতলার আয়তন হবে ১১৮ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য, ৩৭.৩৯ ইঞ্চি প্রস্থ এবং উচ্চতা ১২ ইঞ্চি। প্রথমে নির্বাচিত বীজতলার জমি কয়েকটি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝরা করতে হবে। তারপর ৫-১০ কেড়ি পচা গোবর ভালভাবে মাটিতে মিশিয়ে বীজতলা প্রস্তত করতে হবে। বীজ বপনের পূর্বে বীজ ভিজিয়ে নিতে হবে। বীজ মাটির ১ সেমি. গভীরে বপন করতে হবে, কারণ বেশি গভীরে দিলে কম গজাবে। ১.৫ ইঞ্চি লম্বা হলে চারা পাতলা করে দিতে হবে। বীজ বপণের পর চারা বের না হওয়া পর্যন্ত ঝরনা দিয়ে পানি সেচ দিতে হবে,আগাছা থাকলে ১-২ বার নিড়ানি দিতে হবে। চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন হলে জমিতে রোপণ করা যায়। মোটা কান্ড ও ৪-৫ পাতা বিশিষ্ট চারা রোপণের জন্য ভাল। রোপণের পর পানি সেচ দিব।

বীজতলা পরিচর্চা : ১। বীজ বপনের পর ছালার চট বা ধানের খড় বিছিয়ে ৭২ ঘন্টা বীজতলা ঢেকে রাখতে হবে এবং বীজ গজানো তরান্বিত করার জন্য ঝাঝরা দিয়ে পানি দিতে হবে। ২। অতিরিক্ত ঠান্ডা হলে রাতে বীজতলা পলিথিন দিয়ে ডেকে রাখতে হবে এবং সকালে খুলে দিতে হবে। ৩। তাপমাত্রা বেশী হলে চাটাই দিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বপন/রোপণ পদ্ধতি

চাষপদ্ধতি :

মাটির প্রকার ভেদে ৪-৬ টি চাষ ও মই দিতে হবে । প্রথম চাষ গভির হওয়া দরকার । সেচ ও পানি বের করার জন্য জন্য ১২ ইঞ্চি প্রশস্ত নালা থাকবে। প্রত্যেক ভিটায় দুই সারি চারা লাগানর পর উভয় পাশে ১০ ইঞ্চি জায়াগা খালি থাকবে ।

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর,২০১৭।

মাটি ও সার ব্যবস্থাপনা

মৃত্তিকা :

দোআঁশ, বেলে দোআঁশ।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি :

ইউরিয়াঃ এ সার দেখতে সাদা ও শক্ত দানার মতো গুড়া। এই সার বাতাসের সংস্পর্শে আসলে গলে যায়। গুটি ইউরিয়া দেখতে ন্যাপথেলিনের মত। প্রতি গুটির ওজন ১.৮ অথবা ২.৭ গ্রাম। টিএসপিঃ ধূসর কাল রঙের। স্থানীয় ভাবে একে মেটে সার বলে। ডি এ পিঃ ধূসর সাদা রঙের। এম ও পি সার – লালচে রঙের। বাতাসের সংস্পর্শে এলে ভিজে যায়। জিপসামঃ এই সার দেখতে ছাইয়ের মত পাউডার জাতীয় । দস্তাঃ লবণ দানার মত।

সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় ভিডিও

ফসলের সার সুপারিশ :

সারের নাম	শতক প্রতি সার
গোবর	৪০ কেজি
ইউরিয়া	১.৬ কেজি
টিএসপি	১ কেজি
পটাশ	৬০০ গ্রাম
জিপসাম	২০০ গ্রাম

প্রয়োগ পদ্ধতিঃ গাছের গোড়া থেকে ৪-৬ ইঞ্চি দূর দিয়ে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে।

অনলাইন সার সুপারিশ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর,২০১৭।

সেচ ব্যবস্থাপনা

বর্ণনা : জমিতে প্রয়োজন মত সেচ দিতে হবে। আবার অতিরিক্ত সেচ দিলে ঢলে পড়া রোগ দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় সে জন্য পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনা :

বীজ ছিটিয়ে বুনলে প্লাবন সেচ দিতে হবে। বেড করে চাষ করা হলে ২ সারির মধ্যে নালায় পানি দিতে হবে। সেচ পানির অপচয় রোধে সেচ নালা ভালোভাবে তৈরি করে নিন। রবি মৌসুমে প্রয়োজনে হালকা সেচ দিতে হবে।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

বৃষ্টি ও সেচের পানি কোন অবস্থায় জমে থাকতে পারবে না। জমিতে পানি জমে গেলে নালা কেটে দিয়ে দ্রুত পানি বের করে দিন ।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর,২০১৭।

আগাছা ব্যবস্থাপনা

আগাছার নাম : মুথা/ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি ও খরিফ। জুন-অক্টোবর মাসে ফুল উৎপাদন ও বীজ পাকে।

প্রতিকারের উপায় :

জমি ভালভাবে নিড়ানি দিয়ে ধাবক, মূল শিকড় বাছাই করুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : দুর্বাঘাস

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি ও খরিফ

প্রতিকারের উপায় :

নিড়ানি দিয়ে উঠিয়ে ফেলা। আগাছানাশক ব্যবহার করে আগাছা দমন। জমি ভালভাবে তৈরি করলে আগাছার পরিমান কম হবে।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আবহাওয়া ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বাংলা মাসের নাম : চৈত্র

ইংরেজি মাসের নাম : মার্চ

ফসল ফলনের সময়কাল : খরিফ- ১ , খরিফ-২

দুর্যোগের নাম : খরা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

খরা দেখা দিলে নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করতে হবে।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

ছিটিয়ে বপনের ক্ষেত্রে হালকা প্লাবন সেচ এবং সারিতে বপন করা হলে নালা দিয়ে সেচ দিতে হবে।

প্রস্তুতি : নিড়ানি দিয়ে মাটির উপরের স্তর ভেঙ্গে দিতে হবে ও খড়কুটো দিয়ে মালচিং করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

বাংলা মাসের নাম : চৈত্র

ইংরেজি মাসের নাম : মার্চ

ফসল ফলনের সময়কাল : খরিফ- ১ , খরিফ-২

দুর্যোগের নাম : শিলাবৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

খরিফ মৌসুমে পরিপক্ব ফসল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুলতে হবে।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

প্রস্তুতি : অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি যত দ্রুত সম্ভব নালা কেটে বের করে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

বাংলা মাসের নাম : পৌষ

ইংরেজি মাসের নাম : ডিসেম্বর

ফসল ফলনের সময়কাল : রবি

দুর্যোগের নাম : কোল্ড ইনজুরি (তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেঃ এর নিচে হলে)

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

তাপমাত্রা (১৫ ডিঃ সেঃ এর নিচে) হলে ফসলের জমি নিয়মিত পরিদর্শন।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

নিম্ন তাপমাত্রা থেকে চারা রক্ষার জন্য বীজতলা ঢেকে রাখতে হবে ।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : পত্রিকা/ রেডিও/ টিভির আবহাওয়া বার্তা শুনতে হবে। বিগত বছরের এই ধরনের বার্তাগুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

প্রস্তুতি : চারা অবস্থায় ফসলের ক্ষতি হলে পাশের এলাকা থেকে চারা সংগ্রহ করে পুনরায় রোপন করতে হবে ।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

পোকামাকড়

পোকার নাম : মরিচের সাদা মাছি

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : খুব ছোট হলুদাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট।

ক্ষতির ধরণ : গাছের রস চুষে খাওয়ার ফলে গাছ শুকিয়ে যায়। এই পোকা এক ধরণের রস ছড়িয়ে দেয়,যেখানে বিভিন্ন ছত্রাক আক্রমণ করে। ফলে দূর থেকে আক্রান্ত গাছকে নিস্তেজ ও কালো দেখায়। গাছের বৃদ্ধি খুবই কম হয়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : সব

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধ্বংস করা । আগাছা, মরা পাতা ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষন করতে হবে।

অন্যান্য :

সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : মরিচের ক্ষুদে মাকড় (মাইট)

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : এ পোকা দেখতে অত্যন্ত ছোট, সাধারণত হাত লেন্সের সাহায্য ছাড়া দেখা যায় না। পোকা উপবৃত্তাকার, উজ্জ্বল, হলদে সবুজ বর্ণের আট পা বিশিষ্ট।

ক্ষতির ধরণ : মাইট গাছের রস শোষণ করে এবং পানি স্বাভাবিক প্রবাহ বিঘ্নিত হয়। পাতা ফ্যাঁকাসে, মোচড়ানো এবং নিচের দিকে নৌকার মত বাঁকানো হয়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

পোকামাকড় জীবনকাল : পূর্ণ বয়স্ক, নিম্ফ

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : আগা , কান্ড , পাতা , কান্ডের গোঁড়ায়

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

সালফার জাতীয়(কুমুলাস ডিএফ বা রনোভিট ৮০ ডব্লিউজি বা থিওভিট ৮০ ডব্লিউজি বা সালফোলাক ৮০ ডব্লিউজি, ম্যাকসালফার ৮০ ডব্লিউজি বা সালফেটক্স ৮০ ডব্লিউজি)প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২৫০ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত জমি পরিদর্শন করতে হবে।

অন্যান্য :

আধা ভাঙ্গা নিম বীজের (৫০ গ্রাম এক লিটার পানিতে ২৪ ঘণ্টা ভেজানোর পর মিশ্রণটি ছাঁকতে হবে) রস আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : মরিচের থ্রিপস পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : উকুনের মত ছোট চিকন কালো ও লম্বাটে। বাচ্চা সাদা।

ক্ষতির ধরণ : পাতা সাদা হয়ে কুঁকড়ে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

পোকামাকড় জীবনকাল : নিম্ফ

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

ডাইমেথোয়েট জাতীয় কীটনাশক (রগর অথবা টাফগর ২০ মিলি অথবা ৪ মুখ)অথবা ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক(যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত জমি পরিদর্শন করতে হবে।

অন্যান্য :

প্রাথমিক অবস্থায় শুকনো ছাই প্রয়োগ করা।পরিস্কার পানি জোরে স্প্রে করা। আধা ভাঙ্গা নিম বীজের (৫০ গ্রাম এক লিটার পানিতে ২৪ ঘণ্টা ভেজানর পর মিশ্রণটি ছাঁকতে হবে) রস আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করতে হবে ।সাবানের পানি (১০ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম) স্প্রে করা যেতে পারে ।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : মরিচের জাব পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : পোকা দেখতে ক্ষুদ্র সবুজ, খুবই নরম দেহের পোকা।

ক্ষতির ধরণ : পাতা ও ডগার রস চুষে খেয়ে পাতাকে বিবর্ণ করে ও পাতা,ফুল কুঁকড়ে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

পোকামাকড় জীবনকাল : পূর্ণ বয়স্ক, নিম্ফ

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ডগা , কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধ্বংস করা । আগাছা, মরা পাতা ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষন করতে হবে।

অন্যান্য :

আঠালো হলুদ ফাঁদ প্রতি হেক্টরে ৪০ টি ব্যাবহার করা যায় । আধা ভাঙ্গা নিম বীজের (৫০ গ্রাম এক লিটার পানিতে ২৪ ঘণ্টা ভেজানর পর মিশ্রণটি ছাঁকতে হবে) রস আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করতে হবে ।

হলুদ ফাঁদঃ হলুদ ফাঁদ মূলত বিভিন্ন পোকার (বিশেষতঃ জাব পোকার) উপস্থিতি ও পরিমাণ বুঝার জন্য ব্যবহার করা হয় । ফসলের ক্ষেতে গ্লু/আঠা মিশ্রিত হলুদ কাপড় টাঙিয়ে দেয়া হয়। জাব পোকা সেখানে উড়ে এসে পড়ে এবং গ্লুতে/আঠাতে আটকে যায়। পরে পানিতে কাপড়টি ধুয়ে নিলে সব পোকা মারা যায়। কাপড়টিতে পুনরায় আঠা লাগিয়ে ব্যবহার করা যাবে।

হলুদ ফাঁদ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : মরিচের ফল ছিদ্রকারী পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : ছোট ছোট কীড়ার মত, দেখতে সচ্ছ।

ক্ষতির ধরণ : পাতা চামড়ার মত হয়ে যায় এবং শিরাগুলো মোটা হয়। পাতা এবং কচি কান্ড লালচে বর্ণের হয়। ফুলের কুঁড়ি বাঁকানো এবং মোচড়ানো হয়। মরিচের বোটার পাশ দিয়ে ছিদ্র করে বীজ নষ্ট করে। ফলে ফল পচে যায়।

ক্ষতির লক্ষণ :

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায় , ফল পরিপক্ব

পোকামাকড় জীবনকাল : লার্ভা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : লার্ভা , সব

ব্যবস্থাপনা :

থায়ামিথক্সাম+ক্লোথায়ারানিলিপ্রল জাতীয় কীটনাশক (যেমন ভলিউম ফ্লেক্সি ৫ মিলিলিটার অথবা ১মুখ) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

সুস্থ,সবল ও নীরোগ গাছ হতে বীজ সংগ্রহ করুন।

অন্যান্য :

আধা ভাঙ্গা নিম বীজের (৫০ গ্রাম এক লিটার পানিতে ২৪ ঘণ্টা ভেজানর পর মিশ্রণটি ছাঁকতে হবে) রস আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করতে হবে ।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

রোগ

রোগের নাম : মরিচের গোড়া পচা রোগ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত গাছ হলুদ রঙ ধারণ করে, গাছের গোড়ার পচন লাগে, শিকড় নষ্ট হয়ে যায়। পরে গাছ ঢলে পরে শুকিয়ে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ডের গোঁড়ায়

ব্যবস্থাপনা :

রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন-এমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। ছত্রাকনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

আগের ফসলের অবশিষ্ট অংশ পুড়িয়ে ফেলুন।জমিতে যেন পানি না জমে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে ।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,৬ষ্ঠ সংস্করন,সেপ্টেম্বর,২০১৭।

রোগের নাম : মরিচের উইল্টিং

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া

ক্ষতির ধরণ : রোগের শুরুতে গাছে নিচের পাতাগুলো কে ঝুলে পড়তে দেখা যায়।ছত্রাক গাছের নিচে কান্ডে আক্রমন করে ফলে গাছ খুব দ্রুত ঢলে পড়ে।গাছের উপরের দিকে পাতা হলুদ হয় এবং পরে সমস্ত গাছ হলুদ হয়ে যায়।গোঁড়া পচে বাদামী রং ধারণ করে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : শিকড়

ব্যবস্থাপনা :

রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ মিলি/ ১ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। ছত্রাকনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

আগাছা ব্যবস্থাপনা করতে হবে। পূর্বে আক্রান্ত জমি চাষ করা যাবে না।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,৬ষ্ঠ সংস্করন,সেপ্টেম্বর,২০১৭।

রোগের নাম : মরিচের লিফকার্ল বা কুঁকড়ানো

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ভাইরাস

ক্ষতির ধরণ : এ রোগে গাছ আক্রান্ত হলে গাছের উপরের অংশ ও পাতা কুঁকড়ায়ে যায়। পাতা মুড়িয়ে যায় ও চামড়ার ন্যায় পুরু মনে হয়। স্বাভাবিক পাতার তুলনায় পুরু হয়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল , ফুল

ব্যবস্থাপনা :

ভাইরাসের বাহক পোকা দমন করতে হবে। জমিতে সাদা মাছি দেখা গেলে (বাহক পোকা) ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ১০ মি.লি. ২ মুখ)১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে। সকাল বেলা গাছে ছাই ছিটিয়ে দিলে এই পোকা গাছ থেকে পড়ে যাবে।ক্ষুদ্র মাকড় দ্বারা ভাইরাস ছড়াই তাই প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম থিওভিট মিশিয়ে ১২-১৫ দিন অন্তর স্প্রে করতে করা জেতে পারে । কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,৬ষ্ঠ সংস্করন,সেপ্টেম্বর,২০১৭।

রোগের নাম : মরিচের মোজাইক

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ভাইরাস

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত গাছের পাতা কুঁকড়ে যায় এবং গাছ বেটে হয়ে। পাতার শিরা ও উপশিরা সবুজ কনাবিহীন হয়ে যায়। গাছে কম ফল ধরে ও আক্রান্ত ফল বিকৃত হয়ে যায়। পাতা ছোপ ছোপ হয়ে যায় ।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা :

জমিতে সাদা মাছি দেখা গেলে (বাহক পোকা) ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ১০ মি.লি. ২ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত জমি পরিদর্শন। আক্রান্ত গাছ বাছাই কালে রোগাক্রান্ত গাছের কোন অংশ যাতে ভাল গাছের সংস্পর্শে না আসতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখা।

অন্যান্য :

রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথেই আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা মাটিতে পুতে ফেলতে হবে। আক্রান্ত বীজ ও বাতাসের মাধ্যমে এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে। সাদা মাছি এ রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে। আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর,২০১৭।

রোগের নাম : মরিচের পাতা পচা

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত গাছের পাতায় প্রথমে পানিভেজা দাগ হয়। ক্রমেই পাতা দ্রুত পচতে থাকে এবং অবশেষে গাছ মরে যায় । রোগের প্রকোপ বেশি হলে ক্ষেতে প্রায় সব গাছই মরে যায় ।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- নোইন অথবা এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে । ছত্রাকনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

সুস্থ বীজ বপন করতে হবে ।

অন্যান্য :

ফসলের আক্রান্ত অংশ নষ্ট করা। সুষম সার ব্যবহার করা।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর,২০১৭।

রোগের নাম : মরিচের এনথ্রাকনোজ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : শুরুতে গাছের নতুন ডগা ও ফুলের কুড়িতে রোগের লক্ষণ দেখা দেয় । আক্রান্ত ফুল নুয়ে শুকিয়ে ঝরে পড়ে, রোগ বাড়ার সাথে সাথে ফলের বোটা হতে ডাটায় সংক্রমিত হয় এবং ধীরে ধীরে গাছের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে । পড়ে গাছের বাকল প্রথমে বাদামী হয় এবং পরে ডোরাকাটা সাদা দাগে পরিনত হয় । আক্রান্ত মরিচে কালো কালো দাগ পড়ে এবং শুকিয়ে যায় ।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : ফলের বাড়ন্ত পর্যায় , ফল পরিপক্ব

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা :

রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- নোইন অথবা এইমকোজিম ২০ গ্রাম) অথবা প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ মিলি/ ১ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে । ছত্রাকনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

আগের ফসলের অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধ্বংস করা । আগাছা, মরা পাতা ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর,২০১৭।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ফসল তোলা : কাঁচা বা পাকা উভয় অবস্থায় মরিচ সংগ্রহ করা যায়। চারা লাগানের ৩৫-৪০ দিন পর গাছে ফুল ধরা শুরু করে। ফুল আসার ১৫-২০ দিন পর মরিচ সংগ্রহ করা যায়। ফল ধরার ১৫-৩০ দিন পর মরিচ পাকা শুরু করে। প্রথম ও ২য় বার কাচা মরিচ হিসেবে সংগ্রহ করা ভাল। তৃতীয় বারের মরিচ পাকানো যেতে পারে। মরিচের রং লাল হলে সংগ্রহ করে রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। মরিচ সাধারণত ৩-৮ পর্যায়ে তুলতে হয়। কাচা ফল বড় ও পুষ্ট দেখে তুলতে হয়। প্রতি সপ্তাহে পাকা ফল সংগ্রহ করা যায়। শুকানোর জন্য আধাপাকা মরিচ তুললে গুনগত মান নষ্ট হয় ।

প্রক্রিয়াজাতকরণ :

পরিপক্ক মরিচ ভালভাবে শুকিয়ে স্থানীয় মিলে গুঁড়া করে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে প্যাকেট করতে হবে।

সংরক্ষণ : কাঁচা মরিচ ও পাকা মরিচ বাছাইকরে ছালায় ভরে সংরক্ষণ। দূরবর্তী স্থানে কাচামরিচ পরিবহনের ক্ষেত্রে ছিদ্রযুক্ত বাশের ঝুড়ি এবং ছালার ব্যাগ ব্যবহার করলে ভাল থাকে। মরিচ শুকানোর পর ছায়াযুক্ত স্থানে ঠান্ডা করতে হবে। ছয় মাস হতে ১ বছর পর্যন্ত মরিচ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে টিনের পাত্র,পলিব্যাগ,মাটির পাত্র,ডুলি বা ছালার ব্যাগ ব্যবহার করা হয়। দ্বিস্তরবিশিষ্ট পলিথিনের ব্যাগ ও টিনের পাত্রে পলিথিন দিয়ে মরিচ রাখলে রং ও গুনগত মান ভাল থাকে। সংরক্ষিত মরিচ মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিলে ভাল থাকে। মরিচ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বোটা যেন মরিচ থেকে আলাদা না হয়,সেদিকে খেয়ার রাখতে হবে।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর,২০১৭।

বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ

বীজ উৎপাদন :

বীজ উৎপাদনের জন্য চাষ শুরু করার সময় হতে অঙ্গজ বৃদ্ধিকাল, প্রজনন কাল , ফসল কাটা, মাড়াই পর্যন্ত যত্ন এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ সার্বক্ষণিক ভাবে বজায় রাখতে হবে। বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণিত কাজ সমূহ যত্নসহকারে করতে হবে। ১। জমি নির্বাচন ও তৈরি ২। জাত নির্বাচন ও বীজ শোধন ৩। বীজ বপন ৪। আন্তঃপরিচর্চা- ৪.১ সুষম সার প্রয়োগ ৪.২ সেচ ৪.৩ চারা পাতলাকরন ৪.৪ আগাছা দমন ৪.৫ রোগ বালাই দমন ৪.৬ রগিং ৫। মাঠ পরিদর্শন- নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন ৬। ফসল সংগ্রহ- সঠিক সময়ে বীজ ফসল কর্তন, মাড়াই ও পরিষ্কার করন।

বীজ সংরক্ষণ:

ফসল তুলে বীজ শুকানোর পর ঠান্ডা ও গ্রেডিং করে শতকরা ৮% আদ্রতার নিচে নিয়ে বায়ু নিরদ পাত্র যেমন প্লাস্টিক কৌটায়/ কাচের পাত্র/ অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ইত্যাদি পাত্রে বীজ সংরক্ষণ করতে হবে। বীজ সংরক্ষণের পর সংরক্ষিত পাত্রে লেভেল/ ট্যাগ সংযুক্ত করে দিতে হবে। শুকনো মরিচ চিরে বীজ বের করতে হবে।

তথ্যের উৎস :বীজ প্রযুক্তি-নীতি ও পদ্ধতি। ড. নজমুল হুদা।

কৃষি উপকরণ

বীজপ্রাপ্তি স্থান :
সরকারি অনুমোদিত সকল বীজ ডিলার । বিশ্বস্ত বীজ উৎপাদনকারী চাষী।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ও সরকার অনুমোদিত সার ও বালাইনাশক ডিলার ।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

সার ডিলার এর বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর,২০১৭।

খামার যন্ত্রপাতি

যন্ত্রের নাম : বারি সোলার পাম্প

যন্ত্রের ধরন : সেচ

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

হস্ত চালিত/ কায়িক

যন্ত্রের ক্ষমতা : গড় পানি নির্গমন ক্ষমতা প্রতি মিনিটে ১৪০ লিটার।

যন্ত্রের উপকারিতা :

কৃষিতে সৌর পাম্প সেচ পদ্ধতি ডিজেল চালিত সেচ পাম্পের বিকল্প, দূষণমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব। বাংলাদেশে ১৭.৫ লক্ষ সেচ যন্ত্র রয়েছে যার মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগ ডিজেল চালিত। প্রতি বছর ডিজেলের দাম বেড়েই চলছে, সেই হিসেবে বারি সোলার পাম্প ডিজেল চালিত পাম্পের বিকল্প হতে পারে।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

১। বারি উদ্ভাবিত সেন্ট্রিফিউগাল টাইপ সৌর পাম্প ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি সেচের জন্য উপযোগী। ২। এই পাম্প দ্বারা ২০ ফুট গভীরতা থেকেও পানি তোলা যায়। ৩। এই পাম্প চালনায় তৈল ও জ্বালানি লাগে না। ৫। এই পাম্প ৯০০ ওয়াট সোলার প্যানেল দ্বারা চালনা করা হয়। ৬। এ পাম্পে কোন ব্যাটারি লাগে না।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার রাখুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।।

যন্ত্রের নাম : অগভীর নলকূপের পানি বিভাজন যন্ত্র

যন্ত্রের ধরন : সেচ

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি : হস্ত চালিত/ কায়িক

যন্ত্রের ক্ষমতা : হস্ত চালিত/ কায়িক

যন্ত্রের উপকারিতা :

সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যেগ্য

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

১। যন্ত্রটি এমএস পাইপ,রিডিউসার, ফ্লেঞ্জ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি। ২। অগভীর নলকূপের পানির প্রবাহকে এই যন্ত্রের সাহায্যে ২ বা ৪ ভাগে ভাগ করে জমিতে প্রয়োগ করা যায়। ৩। যন্ত্রটি সর্বোচ্চ ১০লিটার/ সেকেন্ড প্রবাহের জন্য উপযুক্ত। ৪। প্রাইমিং এর সুবিধার্থে যন্ত্রটিতে একটি প্রাইমিং পোর্টও রাখা হয়েছে।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, খন্ড-২, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ।

ফসল বাজারজাতকরণ

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

স্থানীয়ভাবে ছালার বস্তায়, ঝুড়ি, ভ্যান গাড়ি ইত্যাদি ।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

চটের বস্তায় করে, ট্রাকের মাধ্যমে, কাভার্ড ভ্যানের মাধ্যমে ।

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

মরিচ কাচা অবস্থায় স্থানীয় সবজি বাজারে এবং শুকনা মরিচ দোকানে পাওয়া যায়।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

কাচা মরিচ পলিথিন ব্যাগে প্যাকেট করে, শুকনা মরিচ চটের বস্তায় ভরে অথবা গুঁড়া করে বিভিন্ন কোম্পানী বাজারজাত করে থাকে।

ফসল বাজারজাতকরনের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর,২০১৭।